রাজনীতি | ভারত

মমতা, ইডি, আইপ্যাক নিয়ে কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?

গৌতম হোড়

10.01.2026

আইপ্যাক-ইডি কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে কলকাতা। ইডি, মমতা, রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের কর্তাদের মধ্যে কে ঠিক? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?

আইপ্যাক-কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ছবি: *Satyajit Shaw/DW*

আইপ্যাক-কাণ্ড নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো, **পশ্চিমবঙ্গে** বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থার অফিসে ও মালিকের বাড়িতে ইডি-র তল্লাশি কতটা সঙ্গত কাজ, মুখ্যমন্ত্রী এভাবে ফাইল, হার্ড ডিস্ক, ফোন নিয়ে চলে আসতে পারেন কি, রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের এই তল্লাশিস্থলে যাওয়া কি উচিত হয়েছে এবং এর রাজনৈতিক লাভ কে পাবে? এই নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ডিডাব্লিউর কাছে খোলাখুলিভাবে তাদের মত জানিয়েছেন।

ইডি-র তল্লাশি নিয়ে

তৃণমূল কংগ্রেস তাদের ভোটের কৌশল ঠিক করার দায়িত্ব আইপ্যাক-কে দিয়েছে। আগে এটা ছিল ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা। এখন প্রশান্ত কিশোর আর আইপ্যাকের সঙ্গে নেই। বৃহস্পতিবার আইপ্যাকের অফিস ও বর্তমান মালিক প্রতীক জৈনের বাড়িতে **তল্লাশি চালায় ইডি**। তাদের দাবি, তারা কয়লা কেলেঙ্কারির তদন্তের অঙ্গ হিসাবে এই কাজ করছে।

পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার ও সাবেক সাংসদ জওহর সরকার ডিডাব্লিউকে বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন যখন আসছে, তখন ইডি-র এই তল্লাশির পিছনে একটা রাজনৈতিক কারণ আছে। আইনের চাদর দিয়ে যা ঢেকে রাখা হয়েছে। দরকার হলে তারা অভিযুক্তদের সমন করতে পারত, নথিপত্র নিয়ে দেখা করতে বলতে পারত। কিন্তু এটা এখন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে যে, তারা যখন ইচ্ছে ডাকবে, অভিযুক্তদের তুলে নেবে। তাদের কাজের পিছনে একটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কাজ করে।"

তবে জওহর সরকার মনে করেন, "ইডি এই কাজটা করতে পেরেছে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই। আইপ্যাক এমন একটা বেসরকারি সংস্থা, যা রাজনৈতিক দলের অঙ্গও নয়, আবার তার বাইরেও নয়। দলের নেতাদের নিয়ে রিপোর্টও আইপ্যাক দেয়। মমতা যদি আইপ্যাককে দলের অঙ্গ ঘোষণা করতেন বা দলীয় অফিসে তাদের কাজ করতে দিতেন, তাহলে এই ফাঁকটা থাকত না। এই ফাঁকের ফায়দা ইডি নিয়েছে এবং গোল করে দিয়েছে।"

আবার অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার সলিল ভট্টাচার্য ডিডাব্লিউকে বলেছেন, "**ইডি তো আইনসঙ্গতভাবে তদন্ত করছে।** এটা বলতে পারেন শ্লথ গতিতে করছে। ইডি তো কোনো ভোটকুশলীর ঘরে তল্লাশি চালায়নি, তারা মানি লন্ডারিং আইন অনুযায়ী চুরি ও দুর্নীতির তদন্ত করতে গেছে। কোনো দলের প্রার্থীতালিকা, কোথায় কত বিএলও মারা গেছেন এসবের খোঁজে যায়নি। তারা বেআইনি অর্থের সূত্র ধরতে গেছে। তাদের কাজ করেছে।"

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতটা একটু আলাদা। তিনি ডিডাব্লিউকে বলেছেন, "ইডি ফোঁস করছে, কিন্তু কামড় দিতে পারছে না। তারা এক্ষেত্রেও আবার ফোঁস করেছে। মানি লন্ডারিং হয়, এটা তো সবাই বোঝে, কিন্তু ইডি-কে তো সেটা এসটাবলিশ করতে হবে। তারা এতদিন ধরে তদন্ত করেও তা এসটাবলিশ করতে পারেনি।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইডি-র কাছ থেকে ফাইল, হার্ড ডিস্ক, ল্যাপটপ ছিনিয়ে নিয়ে আসেন বলে অভিযোগ।
ছবি: *Satyajit Shaw/DW*

মমতা কি ঠিক কাজ করেছেন?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার আইপ্যাক কর্তা প্রতীক জৈনের বাড়ি ও আইপ্যাক অফিস দুই জায়গাতেই তদন্ত চলার সময় যান। সেখান থেকে ফাইল, হার্ড ডিস্ক, ল্যাপটপ, ফোন নিয়ে আসেন। ইডি-র অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী জোর করে সেগুলি নিয়ে এসেছেন।

জওহর সরকার মনে করেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নিজে গিয়ে এভাবে ফাইল নিয়ে আসা শোভনীয় নয়। তিনি জেনেশুনে আইন লঙ্ঘন করেছেন। একজন সরকারি কর্মীকে সরকারি কাজে বাধা দিয়েছেন। তিনি নিজেও তো একজন পাবলিক সার্ভেন্ট।"

সলিল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, "মুখ্যমন্ত্রী যা করেছেন, তাতে তার বিরুদ্ধে ৩০৪ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তিনি এইভাবে নথিপত্র নিয়ে যেতে পারেন না।"

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে, "মুখ্যমন্ত্রী যে এইভাবে নথিপত্র ছিনিয়ে আনলেন এবং তারপর ইডি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারলো না, এটা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ব্যর্থতা। ইডি যদি তা আটকাতে পারত, দরকারে মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করতে পারত, তাহলে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ত। আর মমতা সবসময়ই মনে করেন, প্রতিরক্ষার সেরা অস্ত্র হলো পাল্টা আক্রমণ করা। তিনি সেটাই করেছেন।"

কিন্তু সলিল ভট্টাচার্য মনে করেন, এটা ইডির পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। তিনি বলেছেন, "মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ইডি ব্যবস্থা নিতে গেলে বুমেরাং হতো। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের নিয়ে গেছিলেন। তিনি নারী মুখ্যমন্ত্রী। কিছু হলে সারা দেশে আলোড়ন পড়ে যেত।"

প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র ডিডাব্লিউকে বলেছেন, "এখানে দুইটি খারাপ দৃষ্টান্তের সংঘাত হয়েছে।"

পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা কেন গেলেন?

শুধু মমতা নন, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, রাজ্য পুলিশের ডিজি, রাজ্যের মুখ্যসচিবও ইডি-র তদন্তের জায়গায় গেছিলেন।

জওহর সরকার জানিয়েছেন, "আমাকে বলা হলে আমি অন্তত এইভাবে যেতাম না। মুখ্যমন্ত্রী বললে অফিসারদের যেতে হবে, তবে আমার এটা দেখতে ভালো লাগেনি। মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে গেছেন, সেখানে সরকারি অফিসারদের কী ভূমিকা থাকতে পারে? এখানে পুলিশ কর্তাদের যেতে হলো কেন, ডেপুটি কমিশনার গেলেই হতো।"

সলিল ভট্টাচার্য বলছেন, "যা ঘটেছে তা অন্যায়, বেআইনি ও পুলিশ ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অফিসারদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়।"

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মত হলো, "এটা সরকারি কর্মীদের সার্ভিস রুলের বিরোধী। কিন্তু অতীতেও তারা এই কাজ করেছেন এবং পার পেয়ে গেছেন।"

কার রাজনৈতিক লাভ?

শুভাশিস মৈত্রের ধারণা, "যেহেতু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক শক্তি বেশি, তাই তৃণমূলেরই লাভ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মমতো এখন পুরোপুরি ইলেকশন মোডে চলে গেছেন। তিনি রাজনৈতিক লড়াই করছেন। ইডি বা সিবিআই বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। ভোটের আগে তারা বিরোধীদের বিরুদ্ধে তদন্তের ক্ষেত্রে তৎপরতা বাড়ায়। এটা মানুষের কাছে চেনা ছক হয়ে গেছে।"

বিশ্বনাথ আবার মনে করেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীদের ধারণা, তিনি ঠিক কাজই করেছেন। তাদের কাছে এটা বীরত্বের কাজ। আগামি কয়েকদিনে ইডি যদি কোনো তথ্যপ্রমাণ না দিতে পারে, তাহলে রাজনৈতিক সেটিংয়ের অভিযোগ প্রতিষ্ঠা পাবে।"

জওহর সরকারের দাবি, "মমতা সবকিছুতে শহিদিয়ানা আনতে পারে। এটা তার জিনে আছে। রাজনৈতিক দিক থেকে ভিকটিম হওয়ার কার্ড মমতা খেলবেন। ইডি এখানে আইন দেখাতে পারে। আর মমতা তার লড়াইকে সামনে আনবেন। এক্ষেত্রে অ্যাডভান্টেজ মমতা।"

গৌতম হোড় ডয়চে ভেলের দিল্লি প্রতিনিধি।

© 2026 Deutsche Welle | **প্রাইভেসি পলিসি** | **লিগ্যাল নোটিশ** | **ডিজিটাল এক্সেসিবিলিটি** | **ডেটা প্রাইভেসি সেটিংস**